অর্থনৈতিক
উন্নয়ন বিষয়ক
সহজ ভাষার
মাসিক পত্রিকা

বর্ষ ২৮ ▪ সংখ্যা ১০ ▪ অক্টোবর ২০১৯

আলাপ

মাছ চাষ করে স্বাবলম্বী

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

আলাপ

বর্ষ ২৮ । সংখ্যা ১০
অক্টোবর ২০১৯

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
শাহনেওয়াজ খান

সম্পাদনা পর্ষদ
ড. এম এহছানুর রহমান
চিন্ময় মুৎসুদ্দী
মো: আসাদুজ্জামান
রোমানা সুলতানা
মো: খায়রুল ইসলাম

সহযোগী সম্পাদক
লুৎফুন নাহার তিথী

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
নাজনীন জাহান খান

সম্পাদকীয়

এই সংখ্যার মূল রচনায় থাকছে নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার শুকুন্দি ইউনিয়নের মো: সাদেকুর রহমানের জীবন কাহিনী। 'ডিএফইডি'র আর্থিক সহায়তায় মাছের চাষ শুরু করেছেন তিনি। একেবারে শূণ্য থেকে শুরু করেছিলেন তিনি কাজটা। প্রথমে মনোসেক্স তেলাপিয়া দিয়ে মাছচাষ শুরু করেন। মাছ বিক্রি করে লাভের মুখ দেখেন। এরপর পুকুর লিজ নিয়ে মাছচাষ প্রকল্প বাড়াতে থাকেন। আস্তে আস্তে পোনা চাষও শুরু করেন। এই পোনা বিক্রি করেই তিনি এবছর ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা লাভ করেছেন। গ্রামের মানুষের কাজের সুযোগও হয়েছে সেখানে। এছাড়াও এ সংখ্যায় আমরা নারীরা বিভাগে আছে লাকী বেগমের সাফল্যের কথা। গাভী পালন করে লাকী বেগম আজ স্বাবলম্বী। লাকী বেগমের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে অনেকেই এগিয়ে এসেছেন এই কাজে। 'আমাদের সংলাপ' বিভাগে আছে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য। এছাড়া অন্যসব নিয়মিত বিভাগ তো রয়েছেই।

শীত আসছে। শীতে নিজেরা সাবধানে থাকবেন, বাড়ির প্রবীণ ও শিশুদের নিরাপদে রাখবেন। আলাপ পত্রিকার এই সংখ্যাটিও আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। ■

সূচিপত্র

- মাছ চাষ করে স্বাবলম্বী ১ - ২
- অর্ধ-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ৩
- জাতীয় কন্যা শিশু দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন ৪
- ব্যাংক এশিয়া– এজেন্ট ব্যাংকিং ৫ - ৬
- পবনেছার সংগ্রামী জীবন ৭ - ৮
- আমাদের সংলাপ ৯ - ১০
- বাংলার তাজমহল ও পিরামিড ১১
- প্যান্টি তৈরি করে ভাগ্য পরিবর্তন ১২ - ১৩

মাছ চাষ করে স্বাবলম্বী

মূল রচনা

মো: সাদেকুর রহমানের মাছচাষ প্রকল্প

পরিবারের বড় সন্তান হলেন মো: সাদেকুর রহমান। তার পিতার নাম মো: হাফিজ উদ্দিন। তাদের বাড়ি গন্ডারদিয়া গ্রামে। গ্রামটি নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার শুকুন্দি ইউনিয়নে অবস্থিত। মো: সাদেকুর রহমান লেখাপড়া জানেন। আলিম পাস করেছেন তিনি।

বাবা-মাসহ মোট ৭ জনের পরিবার তাদের। বাবাও বৃদ্ধ হয়েছেন। এর মধ্যে মো: সাদেকুর রহমান বিয়ে করেন। বউয়ের খরচসহ সংসার পরিচালনার সকল দায়িত্ব পড়ে তার ওপর। নিজের কাজ-কর্ম ও সংসারে উপার্জন না থাকায় তিনি কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। ঠিক এই সময় তাদের গ্রামে 'একতা' নামে একটি দল গঠন হয়। 'ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট' (ডিএফইডি) মনোহরদী ব্রাঞ্চের অধীনে এই দল গঠিত হয়। এটা ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসের কথা। গন্ডারদিয়া গ্রামে 'একতা' নামের দলটির সভানেত্রী হলেন মোসা: তাসলিমা বেগম। তিনি সাদেকুরের অবস্থার কথা জানতেন।

২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি সাদেকুর রহমানের সাথে কথা বলেন। সভানেত্রী তাসলিমা বেগম তাকে বুদ্ধি দিলেন। বললেন, 'একতা' দলে তার স্ত্রী রহিমা বেগমকে ভর্তি করাতে। এরপর দল থেকে টাকা ঋণ নিয়ে মাছ চাষ শুরু করতে বললেন। সভানেত্রীর কথামতো রহিমা বেগম 'একতা' দলে ভর্তি হলেন। তার সদস্য নাম্বর হলো ৩০। এই দলটি ছিল 'ডিএফইডি'র সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায়। সভানেত্রীর উদ্যোগে প্রকল্পের উন্নয়ন কর্মকর্তাও এগিয়ে এলেন। তিনি সাদেকুর রহমানের 'পরিবার

ডিএফইডি এর মাছচাষ প্রকল্প পরিদর্শন

উন্নয়ন পরিকল্পনা ছক' প্রণয়ন করে অফিসে জমা দিলেন। ছক অনুযায়ী মনোহরদী ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ও সমৃদ্ধি প্রোগ্রাম কো-অডিনেটর মো: সাদেকুর রহমানের সাথে তার বাড়ি পরিদর্শন করেন। সেখানে বসেই মাছ চাষ করার বিষয়াদি আলোচনা করেন তারা সবাই মিলে। দেখা যায়, সাদেকুরের ২০ শতাংশের একটি পুকুর আছে। সেখানে তিনি এতদিন পরিকল্পিতভাবে মাছ চাষ করতেন না। তবে পুকুরটি মাছ চাষের জন্য খুবই উপযোগী। তাই তাকে ঋণ প্রদান করার জন্য সকলে একমত হলেন। এই কার্যক্রমের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করা হলো। সমৃদ্ধি উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মকর্তার পরামর্শে মো: সাদেকুর রহমান প্রথমে মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষ শুরু করেন।

১ম চারমাসেই প্রথম ধাপে মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছ বিক্রয় করে লাভের মুখ দেখেন তিনি। ব্যয় বাদে চল্লিশ হাজার টাকা লাভ হয়। প্রথম বছরেই মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছচাষ করে ব্যয় বাদে ১,১০,০০০/= টাকা লাভ করেন। 'ডিএফইডি'র ঋণের কিস্তি পরিশোধ করেও সংসার চালাতে তার কোনো সমস্যা হয়নি। ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে ২য় ধাপে আরও আশি হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এরপর ৭৫ শতাংশের আরও ২টি পুকুর লিজ নেন তিনি। মোট ৩টি পুকুরে শিং, কই ও মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষ করেন। দ্বিতীয় বছর মো: সাদেকুর রহমান ব্যয় বাদে মোট ৩,০০,০০০/= টাকা লাভ করেন। সেই থেকে আরও আত্ম-বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন তিনি। এরপর যুব উন্নয়ন অফিস থেকে মাছ চাষের ওপর একটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। বর্তমানে ৩য় ধাপে ১,০০,০০০/= টাকার ঋণ গ্রহণ করেছেন তিনি। উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ ও পরামর্শ নিয়ে তিনি নিজে ২টি পুকুর খনন করেছেন। আরও ২টি পুকুর লিজ নিয়ে বর্তমানে মোট ৭টি পুকুরে মাছ চাষ করছেন। ৩টি পুকুরে শিং, কই ও মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছের রেনু চাষ করেন। ময়মনসিংহ কৃষি ইউনিভার্সিটি থেকে এসব সংগ্রহ করেন। তিনিএখন নিজের পুকুরের পোনার চাহিদা পূরণ করেও বাইরে পোনা বিক্রি করছেন। এই পোনা বিক্রি করেই এ বছর ৩,৫০,০০০/= টাকা লাভ করেছেন। মনোহরদী ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ও সমৃদ্ধি প্রোগ্রাম কো-অডিনেটর নিয়মিত তার মৎস্য প্রকল্প পরিদর্শন করেন। বর্তমানে তার মাছচাষ প্রকল্পে ৫জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। তার পুকুরের মাছ ঢাকার পাইকাররা সরাসরি পুকুর পাড় থেকেই কিনে নেন। এই বছর সকল ব্যয় বাদেও ৭,০০,০০০/= টাকা লাভ হবে বলে আশা করছেন। বর্তমানে মো: সাদেকুর রহমান মাছ চাষে একজন সফল উদ্যোক্তা। তার সাফল্য দেখে এলাকার অনেক বেকার যুবক এখন মাছচাষ শুরু করেছেন।

মো: রবিউল ইসলাম, শাখা ব্যবস্থাপক, মনোহরদী শাখা, নরসিংদী-২

অর্ধ-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন

নোটিশ বোর্ড

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি প্রতিষ্ঠান হলো 'ডামফাউন্ডেশন ফর ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট'। সংক্ষেপে একে বলা হয় 'ডিএফইডি'। 'ডিএফইডি'র নরসিংদী ১,২ এবং নারায়ণগঞ্জ এরিয়ার আয়োজনে অর্ধ-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। গত ২০ সেপ্টেম্বর ঢাকা জোনের উদ্যোগে নরসিংদী উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন 'ডিএফইডি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো: আসাদুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন 'ডিএফইডি'র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশন) আর এম ফরহাদ। আরও ছিলেন মো: খায়রুল ইসলাম, জোনাল ম্যানেজার, ঢাকা জোন। উক্ত অনুষ্ঠানে এছাড়াও আরও উপস্থিত ছিলেন নরসিংদী ০১ এর এরিয়া ম্যানেজার মো: সাইদুর রহমান। নরসিংদী ০২ এর এরিয়া ম্যানেজার মোল্লা আজগর আলী। নারায়ণগঞ্জ এর এরিয়া ম্যানেজার মো: মাকসুদুর রহমান। এছাড়াও নরসিংদী ১,২ এবং নারায়ণগঞ্জ এরিয়ার সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

স্বাগত বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশন) আর এম ফরহাদ।বক্তব্য প্রদান করেন মো: খায়রুল ইসলাম, জোনাল ম্যানেজার ঢাকা জোন। তিন এরিয়ার ফিল্ড পর্যায়ের কর্মীদের সাথে সারাদিনব্যাপি মতবিনিময় হয়। 'ডিএফইডি' এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো: আসাদুজ্জামান এর উপস্থিতি সভার গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দেয়। তিনি মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের বিভিন্ন অভাব অভিযোগ শোনেন। তাৎক্ষণিকভাবে কিছু বিষয়ের সমাধান করেন এবং কিছু বিষয় সমাধানের আশ্বাস দেন। তিনি ডিএফইডির ভবিষ্যত কার্যক্রম নিয়েও আলোচনা করেন। মাঠ পর্যায়ে যারা নিরলসভাবে কাজ করছেন, তিনি তাদের উৎসাহ প্রদান করেন।

নোটিশ বোর্ড

জাতীয় কন্যা শিশু দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন

৩০ সেপ্টেম্বর ছিল জাতীয় কন্যা শিশু দিবস। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) দিবসটি পালন করে। এই উপলক্ষে ডিএফইডি'র সমৃদ্ধি কর্মসূচি ও শুকুন্দী ইউনিয়ন পরিষদের যৌথ উদ্যোগে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার শুকুন্দী ইউনিয়ন পরিষদের হলরুমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন আলোচকবৃন্দ। এবারের প্রতিপাদ্য ছিল 'কন্যা শিশুর অগ্রযাত্রা, দেশের জন্য নতুন মাত্রা'।

উক্ত আলোচনা সভার প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হালিম। তিনি নারান্দী আলাউদ্দিন নূরানী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: হাদিউল ইসলাম, সহকারি প্রধান শিক্ষক, নারান্দী আলাউদ্দিন নূরানী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শুকুন্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব ছাদিকুর রহমান শামীম। উপস্থাপনায় ছিলেন মো: জাকির হোসেন, সমৃদ্ধি সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা, মনোহরদী।

আলোচনা সভার পূর্বে নারান্দী আলাউদ্দিন নূরানী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়স্থান অধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়া নারান্দী আলাউদ্দিন নূরানী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় হতে র‍্যালী বের করা হয়। র‍্যালীটি শুকুন্দী ইউনিয়ন পরিষদের হলরুমে এসেশেষ হয়। উক্ত র‍্যালীতে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মীসহ প্রায় ২০০ জন অংশগ্রহণ করেন।

ব্যাংক এশিয়া– এজেন্ট ব্যাংকিং

জেনে নেই

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ডিএফইডি কাজ করে যাচ্ছে। ডিএফইডি এর এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম এ রকমই একটি নতুন উদ্যোগ। দেশের তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কাজ করছে। তারা এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ডিএফইডি'র মাধ্যমে ব্যাংক এশিয়া এজেন্ট ব্যাংকিং চালু করেছে। আধুনিক প্রযুক্তি ও সব সুবিধা নিয়ে ২০১৬ সালে দু'টি এজেন্ট আউটলেট স্থাপন করা হয়েছে। এই দুটি আউটলেটের মাধ্যমে ডিএফইডি এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে চলেছে। যশোরের খাজুরা বাজার এবং কায়েমকোলা বাজারে এই আউটলেট দুটি স্থাপন করা হয়েছে।

এজেন্ট আউটলেটে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে গ্রাহকেরা হিসাব খুলতে পারবেন। স্থানীয় জনগণ নানান ধরনের ব্যাংকিং সেবাসমূহ সেখানে খুব সহজেই গ্রহণ করতে পারবেন। যেমন, নগদ জমাগ্রহণ ও অর্থ প্রদান, বিলগ্রহণ, বৈদেশিক রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান, ফান্ড ট্রান্সফার এবং ডিপিএস। গ্রামীণ পর্যায়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় নিয়ে আসার জন্য ডাম এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে এই এজেন্ট আউটলেটের মাধ্যমে ২৫০০ গ্রাহককে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

ব্যাংক এশিয়ার এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা নিচ্ছেন গ্রাহকরা

এজেন্ট ব্যাংকিং সেবাসমূহ: সঞ্চয়ী ও চলতি হিসাব।

অন্যান্য সেবাসমূহ

- স্কুল ব্যাংকিং হিসাব;
- মাসিক সঞ্চয়ী হিসাব;
- মেয়াদী সঞ্চয়ী হিসাব;
- নগদ জমা ও উত্তোলন;
- ফাণ্ড ট্রান্সফার (ব্যাংক এশিয়ার যে কোনো হিসাবে);
- ই.এফ.টি.এন এর মাধ্যমে ফাণ্ড ট্রান্সফার (যে কোনো ব্যংকের হিসাবে);
- বৈদেশিক রেমিটেন্স এর অর্থ প্রদান;
- বিদ্যুৎ বিল গ্রহণ;
- পাসপোর্ট ফি গ্রহণ;
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ প্রদান;
- কৃষি ঋণ প্রদান;
- অন্যান সেবা।

এজেন্ট ব্যাংকিং এর সুবিধাসমূহ

- আকর্ষণীয় মুনাফা;
- কোন একাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ নেই;
- ফ্রি এ.টি.এম কার্ড;
- শূণ্য ব্যালেন্স রেখে টাকা উত্তোলন।

বর্তমানে ব্যংকের ডিপোজিট এর পরিমাণ ৩০ লক্ষ টাকা। ব্যাংকিং সময়সূচি সকাল ১০ টা হতে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত। সদস্যের আঙ্গুলের ছাপের মাধ্যমে লেন-দেন করা হয়, যার কারণে চেকের কোনো ঝামেলা থাকে না।

মো: আসলাম উদ্দীন, এরিয়া ম্যানেজার, যশোর এরিয়া, ডিএফইডি

পবনেছার সংগ্রামী জীবন

আমরা নারীরা

পবনেছার বাড়ি নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানার হাটি নামক গ্রামে। ছয় ভাই বোনের সংসার। ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত লেখা পড়ার পরে বন্ধ হয়ে যায় তার পড়াশোনা। সংসারের বোঝা টানতে গ্রামে মুড়ি ভাজার কাজ শুরু করেন। এই কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক পান দৈনিক মাত্র ১০০ টাকা। এই উপার্জনে সংসারের অভাব মোচন হয় না। তিনি দারিদ্রতা জয়ের পথ খুজতে থাকেন। পবনেছার বিয়ে হয় মাত্র ১৩ বছর বয়সে। স্বামী আব্দুল হকের বাড়ী রায়পুরা পূর্ব পাড়ায়। আব্দুল হক প্রথমে দিন মজুরের কাজ করতেন। স্বামী যে দিন কাজ পায় সে দিন খাবার জোটে। ধীরে ধীরে তাদের ঋণের বোঝা বাড়তে থাকে। বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যে পবনেছা তিন সন্তানের মা হন। তখন আবারো অভাব অনটন পবনেছার সংসারকে ঘিরে ধরে। পবনেছা চারদিকে অন্ধকার দেখেন। কীভাবে চালাবেন তিনি সংসারের চাকা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ পথ পেয়ে যান পবনেছা। তিনি নিজ উপজেলায় যুব উন্নয়ন অফিস থেকে ১৫ দিনের জন্য কোয়েল পাখি পালনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ নেয়ার পর তার স্বামীর সাথে কোয়েল পাখি পালনের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু তার প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায় পুঁজি। পবনেছা পুঁজি যোগাড়ের পথ খুঁজতে থাকেন। প্রতিবেশিদের কাছে জানতে পারেন ডিএফইডির ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর কথা। তিনি রায়পুরার পূর্ব পাড়া গ্রামের ডিএফইডির কেয়া /২০ মহিলা উন্নয়ন দলের মাঠ সংগঠকের

পবনেছা তার কোয়েল পাখির খামার থেকে ডিম সংগ্রহ করছেন

সাথে কথা বলেন। মাঠ সংগঠক পবনেছাকে দলের সদস্য করেন। পবনেছা সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী সমিতিতে ৫০ টাকা করে সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। কিছু দিন পর তিনি সমিতি থেকে ১৫,০০০ টাকা ঋণ নেন। তার স্বামী আব্দুল হক পাশের গ্রাম থেকে কোয়েল পাখির বাচ্চা নিয়ে ছোট একটি খামার তৈরী করেন। সেখানে দুই জন মিলে কোয়েল পাখি পালন করতে শুরু করেন। কয়েক মাসের মধ্যে কোয়েল পাখি ডিম দিতে শুরু করে। এই ডিমগুলো আব্দুল হক মিয়া আশে পাশের বাজারে বিক্রি করতে থাকেন। ধীরে ধীরে পবনেছার ব্যস্ততা বেড়ে যায়। পবনেছা এক

পবনেছা তার কোয়েল পাখির খামারে কাজ করছেন

পর্যায়ে তার ব্যবসা বড় করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাই ডিএফইডির পূর্বের ঋণ পরিশোধ করে আবার ৩০,০০০ টাকা ঋণ নেন। সে টাকায় আরো বেশি করে কোয়েল পাখি ক্রয় এবং খামার বড় করেন। পবনেছার খামারের সুনাম গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। পবনেছার সংসারে এখন স্বচ্ছলতা ফিরে এসেছে। তার সন্তানেরা নিয়মিত স্কুলে যায়। তিনি প্রতিদিন কোয়েল পাখির ডিম বিক্রয় করেন প্রায় ৩,০০০ টাকা। তার এই খামার থেকে লাভের টাকা দিয়ে তিনি ৬ কাঠা জমি ক্রয় করেছেন। পবনেছা ডিএফইডির ৩০,০০০ টাকা ঋণ পরিশোধ করে পুনরায় ৫০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন। পবনেছা একটি সুন্দর বাড়ি নির্মাণ করেছেন। বদলে গেছে তার সংসারের চেহারা। নতুন সম্ভাবনার পথে হাটছেন রায়পুরা পূর্ব পাড়া গ্রামের এই নারী।

রানু আক্তার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, ডিএফইডি, রায়পুরা ব্রাঞ্চ, রায়পুরা, নরসিংদী

রাবেয়া বেগম
স্বামী - রমিজ উদ্দিন
সদস্য নং – ১২
দলের নাম - কাশফুল ম দল/১৭
পাড়াগাঁও, সদর, গাজীপুর

প্রশ্ন: আমি যদি হাঁসপালন বা হাঁসের খামার করি, তাহলে ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) আমাকে কী ধরনের সহায়তা দিতে পারবে?

উত্তর: ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) আপনাকে মূলত ৩ ধরনের সহায়তা দিতে পারবে।

১. কারিগরি সহায়তা;
২. আর্থিক সহায়তা;
৩. সার্বিক ব্যবস্থাপনাগত পরার্মশক সহায়তা।

১. কারিগরি সহায়তা: ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) আপনাকে হাঁস পালনের প্রশিক্ষণের জন্য সহায়তা প্রদান করতে পারবে। এছাড়া স্থানীয় উপজেলা প্রাণীসম্পদ অফিসের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা করবে। সেইসাথে উন্নতমানের খাবার ও ওষুধ সরবরাহ এবং বাজারের সন্ধান দেওয়া ইত্যাদিতে সহায়তা দিবে।

২. আর্থিক সহায়তা: আপনি যদি হাঁসের খামার করার পরিকল্পনা করেন, তাহলে আপনাকে প্রথমে প্রকল্পটি শুরু করতে হবে। এরপর আপনার প্রকল্পটি দেখে বিনিয়োগ পরিশোধের সক্ষমতা যাচাই করা হবে। পাশাপাশি সামাজিক অবস্থান বিবেচনা এবং আপনার বিনিয়োগ চাহিদা কতটুকু দরকার তা বিবেচনা করা হবে। সবকিছু বিবেচনা করে 'ডিএফইডি' আপনাকে সহজ শর্তে বিনিয়োগ প্রদানের ঋণ সহায়তাটি দিতে পারে।

৩. সার্বিক ব্যবস্থাপনাগত পরার্মশক সহায়তা: 'ডিএফইডি' খামারের ব্যবস্থাপনা বিষয়ক একটি মৌলিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারবে। খামারের সার্বিক পরিচালনা ও আয়-ব্যয় সম্পর্কিত স্বচ্ছ ধারণার জন্য এই প্রশিক্ষণ।তাছাড়া 'ডিএফইডি' আপনাকে বাজার সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ এবং সার্বিক সহায়তা প্রদান করবে।

উত্তরদাতা: বাঁধন কুমার বিশ্বাস, এরিয়া ম্যানেজার,গাজীপুর এরিয়া,গাজীপুর।

আমাদের সংলাপ

মিলন কুমারী
স্বামী - অনতোষ চন্দ্র
সদস্য নং - ০৩,
দলের নাম - জবা ম দল/৩৪
ভোড়া, গাজীপুর সদর, গাজীপুর

প্রশ্নঃ রিবেট (Rebate) কি? ডিএফইডি কি রিবেট সুবিধা দেয়? রিবেট সুবিধা দিলে সেই সুবিধা কীভাবে পাওয়া যেতে পারে?

উত্তরঃ রিবেট (Rebate) শব্দের অর্থ ছাড় দেওয়া বা প্রাপ্য থেকে শর্ত সাপেক্ষ কিছু কম নেওয়া। বিনিয়োগ কর্মসূচির কোনো সদস্য বিনিয়োগের সমুদয় টাকা একত্রে পরিশোধ করতে পারেন। এক্ষেত্রে যে পরিমাণ টাকা অগ্রিম পরিশোধ করবেন, তার ওপর বিশেষ ছাড় আছে। এই ছাড়ের ব্যবস্থাটাই রিবেট নামে পরিচিত। 'ডিএফইডি'তে কোনো বিনিয়োগ গ্রহীতা মেয়াদপূর্তির আগেই অগ্রিম ঋণ পরিশোধ করলে এই সুবিধাটি পায়।

রিবেট সুবিধাঃ একজন সদস্য বিনিয়োগ গ্রহণের দিন থেকে পূর্ণ পরিশোধ পর্যন্ত বিনিয়োগ ব্যবহার করতে পারেন। তিনি যতদিন বিনিয়োগ ব্যবহার করবেন ততদিনের মুনাফা হিসাব করা হবে। এরপর বিনিয়োগ প্রদানের সময় যে মুনাফা ঠিক করা হয়েছে, তা থেকে বাদ দেওয়া হবে। বাকি মুনাফায় তিনি রিবেট সুবিধা পাবেন।

উত্তরদাতাঃ বাঁধন কুমার বিশ্বাস, এরিয়া ম্যানেজার,গাজীপুর এরিয়া,গাজীপুর।

বাংলার তাজমহল ও পিরামিড

আমাদের দেশে

নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলায় নির্মাণ করা হয়েছে বাংলার এই তাজমহল

বিশ্বের প্রাচীন সাতটি আর্শ্চযের কথা আমরা অনেকেই শুনেছি। এই সপ্তাশ্চার্য হলো সাতটা আশ্চর্য জিনিস। এগুলো মানুষের তৈরি হলেও যা অনেক পরিশ্রমের ফসল। এর একটা হলো ভারতের আগ্রার তাজমহল। তারই আদলে নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলায় নির্মাণ করা হয়েছে বাংলার এই তাজমহল। ভারতে গিয়ে তাজমহল দেখার যাদের সাধ্য নেই, অথচ মনের মধ্যে লুকিয়ে আছে সাধ। তাদের মনের সাধ কিছুটা হলেও লাঘব হবে সোনারগাঁও এর বাংলার তাজমহল দেখে। তাজমহলটি প্রায় ১৮ বিঘা জমির উপর অবস্থিত। এর আশেপাশে ৫২ বিঘা জমি সংরক্ষিত আছে পর্যটকদের জন্য।

তাজমহলটির ভিতরের মূল মহল দারুণ সব পাথর দিয়ে মোড়ানো আর টাইলস করা। আগ্রার তাজমহলের মতোই চারকোণে রয়েছে চারটি মিনার। তাজমহলের পাশে রয়েছে ফুলের বাগান। আর সামনে রয়েছে অনেকগুলো পানির ফোয়ারা। এর বাইরে রয়েছে বিভিন্ন দোকান। যেমন, আবাসিক হোটেল, আবাসিক ভবন, জামদানি শাড়ীর দোকান, হস্তশিল্প সামগ্রী, খেলনা ও মাটির গহনা ইত্যাদি নানান দোকান। তাজমহলের পাশেই গড়ে তোলা হয়েছে আরেক আশ্চর্য বাংলার পিরামিড। আসল পিরামিড মিশরে অবস্থিত। বাংলার পিরামিডের ভিতরে সিড়ি বেয়ে নিচে নামলে দেখা যাবে অনেক কিছু। যেমন, প্রাচীন কালের রাজা-রানীদের পরিধেয় নকল পোষাক। মনিমুক্তা, অলঙ্কার ও যুদ্ধে ব্যবহৃত বিভিন্ন অস্ত্র ও যুদ্ধ উপকরণ। পিরামিডের বাইরে রয়েছে বেহুলা লক্ষিন্দরের বাসরঘর। আরও আছে শুটিং স্পট, একটি সিনেমা হল, বিভিন্ন প্রজাতির পাখিসহ অনেক কিছু। বাংলার এই তাজমহল ও পিরামিড দেখতে ভিড় জমাচ্ছে দেশ বিদেশের অসংখ্য মানুষ।

মো: মাকছুদুর রহমান, এরিয়া ম্যানেজার, ডিএফইডি, নারায়ণগঞ্জ এরিয়া

আমাদের কাজ

প্যান্টি তৈরি করে ভাগ্য পরিবর্তন

মাসুদা বেগম তার ঘরোয়া কারখানায় প্যান্টি তৈরি করছেন

আমার নাম মাসুদা বেগম। ১৯৬৮ সালে নয়া দিঘীরপাড় গ্রামে, টুঙ্গিবাড়ি থানার মুন্সিগঞ্জ জেলায় জন্ম হয় আমার। আমার বাবার নাম জলিল গাজী। তিনি মারা গিয়েছেন।আমার মায়ের নাম নুরজাহান বেগম। আমার চার ভাই ও তিন বোন। মোট ৭ ভাই বোনের সংসারের ভিতর আমিই ছিলাম সবার বড়।

পরিবারের প্রথম সন্তান হওয়ায় সবার নয়নের মনি ছিলাম আমি। বাবার কৃষিকাজের আয় দিয়েই কোনো রকমে সংসার চলত আমাদের। অভাব অনটনের সংসারে আমাকে বাবা মা পড়াশোনা করাতে চাইতেন না। তারপরেও লুকিয়ে লুকিয়ে স্কুলে যেতাম আমি। বই কিনে দেওয়ার সামর্থ ছিল না তাদের। তাই বাড়ির পাশে একই ক্লাসে যারা পড়তো, তাদের বই ধার করে পড়তাম আমি। এভাবে কষ্ট করে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেছিলাম আমি। অভাবের কারণে আমার মা মাঝে মাঝে অন্যের বাসায় কাজ করতেন। বাবা মা দু'জনে মিলে কাজ করেও সংসার চালানো খুব কঠিন হয়ে পড়েছিল। আমার ভাইয়েরা ছোট ছিল। তাই তারাও কোনো আয় করতে পারতো না। আমাদের বাড়িতে খড়ের একটা ঘর ছিল। আকাশের দিকে তাকালে ঘরে বসেই তারা দেখা যেত। আমাদের অভাবের কথা

বলে শেষ করা যায় না। এভাবেই বাল্যজীবন কেটেছে আমার। বড় মেয়ে হিসেবে অভাবের সংসারে বাবা মা আমাকে বিয়ে দেওয়ার চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। ভেবেছিলেন মেয়ে বিয়ে হলে একজনের খাওয়ার খরচ অন্তত কমবে। বিভিন্ন জায়গা থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসতে থাকে আমার। পারিবারিক ভাবেই একই গ্রামের আবদুল আজিজের সাথে বিয়ে হয় আমার।

স্বামীর সংসারেও ছিল অভাব অনটন। অনেক কষ্ট করে সংসার চালাতে হতো। আমার স্বামীর একার পক্ষে সংসার চালানো কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। তাই বাধ্য হয়ে আমিও সংসারের হাল ধরার চেষ্টা করি। গ্রামে কোনো ব্যবস্থা না থাকায় কাজের সন্ধানে নারায়ণগঞ্জ আসি আমি।

কিছুদিন প্যান্টি তৈরির কারখানায় কাজ করি। কাজ শিখে পরিবারের সবাই মিলে ঘরোয়াভাবে প্যান্টি তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিই। পুঁজির জন্য আমরা জমি বিক্রয় করে দিই। নারায়ণগঞ্জের তল্লা এলাকায় ত্রিশ হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে কাজ শুরু করি। বর্তমানে তল্লা এলাকাতে ৫ বছর ধরে আছি আমরা।

বর্তমানে আমার কারখানায় ৭জন কর্মচারি কাজ করে। ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করলেও বর্তমানে আমার কারখানায় চার লক্ষ টাকার মালামাল আছে। আমাদের প্যান্টি স্থানীয়ভাবে ও ঢাকার বিভিন্ন মার্কেটে সরবরাহ করে থাকি। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের অর্ন্তগত ডাম ফাউন্ডেশন ফর

মাসুদা বেগমের তৈরিকৃত প্যান্টি

ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট থেকে ঋণ নিয়েছি আমি। গত বছরের জুন মাসের ২৮ তারিখে নারায়ণগঞ্জ এরিয়ার ফতুল্লা শাখা থেকে ৫০,০০০/= টাকার ঋণ গ্রহণ করেছিলাম। এই টাকায় ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে সক্ষম হই আমি। নিজের পাশাপাশি আরো ৭টি পরিবারের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করি। প্রতি মাসে প্রায় ৭০,০০০/= টাকার মালামাল বিক্রয় হয় আমার। কর্মচারীর বেতন ও অন্যান্য খরচে ৪০,০০০/= টাকা ব্যয় হয়। প্রতি মাসে সব খরচ বাদে ৩০,০০০/= টাকা নীট লাভ থাকে। আবার আমি ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) থেকে ঋণ নিয়েছি। আগের চেয়েএখন অনেক ভালো আছি আমরা। ঠিক করেছি ঋণ পরিশোধের পর আবার ঋণ নেব। ব্যবসা সম্প্রসারণ করে অনেক বড় ব্যবসায়ী হবার স্বপ্ন দেখি এখন আমি।

মো: লুৎফর রহমান, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, ফতুল্লা ব্রাঞ্চ, ডিএফইডি, নারায়ণগঞ্জ

ছবিটি এঁকেছে: **মো: আলিফ হোসেন,** রামচন্দ্রদী সমৃদ্ধি শিক্ষা কেন্দ্র - ২০, দ্বিতীয় শ্রেণি
মাতার নাম - মোছা: মারুফা বেগম, *দলের নাম* - মরুপসী/৪৪

আলাপ ওয়েব সাইটে দেখতে ক্লিক করুন - www.ahsaniamission.org.bd/alap-patrika/

সম্পাদক: কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ি ১৯, সড়ক ১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৮১১৯৫২১-২২, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০, ৮১১৫৯০৯
The ALAP-Monthly Easy to Read News Letter, Edited & Published by Kazi Rafiqul Alam
Dhaka Ahsania Mission